বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৭-০৮

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০০৭-০৮

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠন কাঠামো, কর্মপরিধি, কর্মবিন্যাস ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য এবং ভবিষ্যতে এ বিভাগের কর্মকাণ্ডে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনসহ সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধি মূলতঃ সমন্বয়ধর্মী বিধায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সাথে এ বিভাগের ভিন্নতা রয়েছে। মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, মন্ত্রী/উপদেষ্টাগণের দায়িত্ব বন্টন, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহ গঠন, জেলা ও উপজেলার প্রশাসন পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্পৃক্ততার কারণে এ বিভাগের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিবেদনটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে এ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখা/শাখার কর্মপরিচিতি ও সম্পাদিত বিশেষ কার্যসমূহ ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকগণ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ এ বিভাগ সম্পর্কে একটি সার্বিক স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।

প্রতিবেদনটি তথ্যসমৃদ্ধ করে সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৪.১২.২০০৮

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি **)**
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি	১-২
২।	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৩
৩।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪-৯
	(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৪
	(খ) রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৪
	(গ) প্রশাসন অধিশাখা	৫-৬
	(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা	৬
	(ঙ) জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	৭
	(চ) ফৌজদারি বিচার অধিশাখা	৮
	(ছ) অর্থনৈতিক অধিশাখা	৯
	(জ) প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা	৯
৪।	২০০৭-০৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ ঃ	১০
৫।	মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহের বৈঠকের মেট্রিক্স	১১
৬।	২০০৭-০৮ অর্থবছরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক	১২
৭।	২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি	১৩
৮।	২০০৭-০৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ ঃ	১৪-২২
৯।	পরিশিষ্ট - ক ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অক্টোবর ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার প্রভাব সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

২। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ: মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্‌স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবন্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন; রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৩। সমগ্র দেশে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি ও সমন্বয়সাধন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/ জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং রুলস্ অব বিজনেস,১৯৯৬ এর ১৬(৬) বিধি মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(১) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(৩) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলনপূর্বক মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ।

৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তিতে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো(TO&E) অনুযায়ী ৪টি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। ৮টি অধিশাখার অধীনে ২৩টি শাখা, ১টি হিসাব ইউনিট, ১টি কম্পিউটার সেল, ১টি 'গবেষণা ও সংস্কার সেল', ১টি পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিট এবং ১টি সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। তবে ইতোমধ্যে ২৩টি শাখার মধ্য হতে ৫টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখা হিসেবে গণ্য করে সেখানে উপসচিব পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলো হলো ১.রেকর্ড ২.সাধারণ ৩.মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন ৪. মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলি ৫. নিকার । মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সর্বমোট লোকবল ১৬৬ জন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া চারজন যুগ্ম সচিব চারটি অনুবিভাগের দায়িত্বে আছেন।

যুগ্ম সচিবের অধীনস্থ অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

যুগ্ম সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট)	১। মন্ত্রিসভা অধিশাখা ২। রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বিধি)	১। প্রশাসন অধিশাখা ২। বিধি ও সেবা অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)	১। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা ২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (কমিটি ও উন্নয়ন)	১। অর্থনৈতিক অধিশাখা ২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং প্রতিটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব ইউনিটে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার আওতায় কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও দুইজন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত রয়েছেন। একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান গবেষণা ও সংস্কার সেলের দায়িত্বে আছেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করাই মন্ত্রিসভা অধিশাখার প্রধান দায়িত্ব। এই অধিশাখার অন্যান্য কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত গ্রহণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবের নিকট প্রেরণ, সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন।

২। নিম্নোক্ত ৩টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা
(খ) বাস্তবায়ন-১ শাখা
(গ) বাস্তবায়ন-২ শাখা ।

(খ) রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ; Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যে কোন বিষয়ের উপর ব্রীফ/সংলেখ প্রস্তুতকরণ; মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বাঁধাই ও সংরক্ষণ;সমর পুস্তক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা থেকে সম্পাদন করা হয়।

২। নিম্নোক্ত ২টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা
(খ) রেকর্ড শাখা।

(গ) প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখা মূলত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, পদসৃষ্টি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার, মোটর কার ও মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুর, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার স্টেশনারি/মনিহারী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;
- পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন;
- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবদের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সি আই পি নির্বাচন;
- কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- তোষাখানা নীতি প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;
- সচিবালয় প্রবেশের সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;
- এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ হতে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বন্টন সংক্রান্ত কাজ ।

২। নিম্নোক্ত শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রশাসন অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছে ঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা
(খ) সাধারণ সেবা শাখা
(গ) সাধারণ শাখা
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা
(ঙ) হিসাব শাখা
(চ) সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র
(জ) কম্পিউটার সেল ।

(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রিসভা সদস্যবৃন্দ/ উপদেষ্টাগণের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ/উপদেষ্টাগণের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কিত কার্যবন্টন ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রী/উপদেষ্টাগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন,সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, রুলস্ অব বিজনেস, এলোকেশন অব বিজনেস ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রী/উপদেষ্টাগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা;
- বিভিন্ন বৈঠকের জন্য মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ বরাদ্দ;
- মন্ত্রী/উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ, প্রহরী কক্ষ নির্মাণ, নিজস্ব বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন ।

২। বিধি ও সেবা অধিশাখার আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ৩টি শাখার সমন্বয়ে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় ঃ

(ক) বিধি শাখা
(খ) মন্ত্রীসেবা শাখা
(গ) মন্ত্রী ও সচিব সেবা শাখা।

(ঙ) জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা প্রশাসন অধিশাখার মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পাদন করছে। জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান;
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়সমূহ;
- মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ত করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;
- বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত; আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসকগণের সাময়িক ও বার্ষিক কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন;
- দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় নিষ্পত্তি ।

২। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা নিম্নোক্ত ৪টি শাখার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে ঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন শাখা;
(খ) মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলি শাখা;
(গ) মাঠ প্রশাসনের অভিযোগ শাখা ;
(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

(চ) ফৌজদারি বিচার অধিশাখা

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা সমগ্র দেশের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান, সম্পাদিত কার্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ ছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের সার্বিক প্রশাসনিক কার্যাদিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ফৌজদারি বিচার অধিশাখার আওতাভুক্ত।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর তফশিলভুক্ত আইন অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নিমিত্ত ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত সুপারিশ ;
- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের তদন্ত/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনশৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
  নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের The Code of Criminal Procedure এর সিডিউল-IV ক্রমিক VI এবং The Code of Criminal Procedure(Amendment) Ordinance, 2007 এর সিডিউল-VI মোতাবেক ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৮,১০৮,১৪৪, ১৪৫ ও ১৪৭ ধারার ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত কার্যাবলির সুপারিশ;
- দুর্নীতি দমন কমিশনের সার্বিক প্রশাসনিক কার্যাদিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম;
- মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত পাক্ষিক ও মাসিক প্রতিবেদন সংকলনপূর্বক প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ;
- দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী, হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ ।

২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা নিম্নোক্ত ৩ টি শাখার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছে ঃ

(ক) ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখা;

(খ) ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা;

(গ) ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি ও আইনশৃঙ্খলা শাখা ।

(ছ) অর্থনৈতিক অধিশাখা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে। এসএসবি, এনইসি ও একনেক সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কাজ এই অধিশাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি।

২। অর্থনৈতিক অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা রয়েছে ঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা
(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

(জ) প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ, স্বাধীনতা ও জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন; 'নিকার'সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান, 'নিকার' সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ এর আওতাভূক্ত অন্যান্য বিষয়াদি; বিভাগ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্রের গঠন প্রকৃতি, অবশ্যকরণীয় বিষয়াদি ও এগুলো স্থাপনের বিস্তারিত রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা সম্পাদন করে। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা বিষয়ক সচিব কমিটি;
- জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা ও একটি সেল রয়েছে ঃ

(ক) প্রকল্প ও সুশাসন শাখা
(খ) নিকার শাখা
(গ) গবেষণা ও সংস্কার সেল।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

১। **উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক ঃ** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০০৭-০৮) মোট ৭২টি উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে ২৮০টি (সূচিভিত্তিক ২৪৫টি এবং বিবিধ ৩৫টি) সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । উল্লেখিত সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৮৯টি সূচিভিত্তিক এবং ২১টি বিবিধ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ২০৮টি সারসংক্ষেপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকসমূহে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২। **উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহের বৈঠক ঃ** (১) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০০৭-০৮) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির মোট ৩৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১৮৫টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ১৪৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির মোট ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩১টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এ সকল সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয় ঃ

(ক) ২৪ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে "বেগম রোকেয়া পদক-২০০৭"এর বিষয়ে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০২(দুই) জন সুধীকে "বেগম রোকেয়া পদক-২০০৭" প্রদান করা হয়।

(খ) ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৯(নয়) জন সুধীকে "একুশে পদক-২০০৮" প্রদান করা হয়।

(গ) ০২ মার্চ ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৩(তিন) জন সুধী ও ০১টি প্রতিষ্ঠানকে "স্বাধীনতা পুরস্কার-২০০৮" প্রদান করা হয়।

মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহের বৈঠকের একটি মেট্রিক্স নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

অর্থবছর / বিষয়সমূহ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭			২০০৭-০৮
		জুলাই–অক্টোবর (২০০৬)	নভেঃ/০৬– ১০ জানু/০৭	১১ জানু– ৩০ জুন/০৭	
মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক	৩৭ টি	১২টি	০৮টি	৪০টি	৭২টি
বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত	১৩৬ টি	৫৮টি	২২টি	২০৫টি	২৮০টি
বাস্তবায়ন	৭৩ টি	৪২টি	১৫ টি	১১৫টি	২১০টি

সচিব সভা

অর্থবছর	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭			২০০৭-০৮
		জুলাই -অক্টোবর (২০০৬)	নভেম্বর/০৬ – ১০ জানু/০৭	১১ জানু– ৩০ জুন/০৭	
সভার সংখ্যা	০৩ টি	০৩ টি	০৩ টি	০৩টি	০৪টি

মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহের সভা

অর্থবছর / মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭			২০০৭-০৮
		জুলাই–অক্টোঃ (২০০৬)	নভেঃ/০৬– জানু/০৭	১১ জানু– ৩০ জুন/০৭	
১।সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/ উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি	১৯টি	০৬ টি	০৫টি	১০টি	৩৪টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি	০৮টি	০১টি	-	০৭টি	১৪টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি	০৬টি	০২টি	-	০২টি	০৩টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি	০২টি	-	০২টি	০৭টি	০৯টি
৫। জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/ উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি	০২টি	-	-	-	০১টি
৬। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি	-	-	-	০১টি	০১টি

৩। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঃ

(ক) ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মোট ০৪টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ০৬ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ১টি এবং ০৫ আগস্ট ২০০৭ তারিখ, ২২ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ ও ২৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অবশিষ্ট ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ৯৫তম সভা ১০-০৭-২০০৭ তারিখ, ৯৬তম সভা ১৯-০৮-২০০৭ তারিখ, ৯৭তম সভা ০৯-১০-২০০৭ তারিখ, ৯৮তম সভা ০১-০৩-২০০৮ তারিখ, ৯৯তম সভা ১৭-০৪-২০০৮ তারিখ এবং ১০০তম সভা ২৬-০৬-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) ০২-০৩-২০০৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ডানিডার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে Good Governance Program-এর প্রথম স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে ০৬টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঙ) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের ০৭টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ছ) যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত সচিব কমিটির ০৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ০৭টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

(জ) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ১৬-০৩-২০০৮ তারিখে নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ০৪টি।

(ঝ) মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ০৫-০৭-২০০৮ তারিখে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০০৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

(১) ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন তহবিলে টাকার পরিমান বৃদ্ধির বিষয়ে The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Ordinance, 2007 (অধ্যাদেশ নং ২০, ২০০৭) জারি করা হয়েছে।

(২) ১০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে Rules of Business, 1996 এর rule 24 সংশোধন করে ২৫ বছরের পর মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী এবং রেকর্ডসমূহ Classified Document বিবেচনা ও National Archives-এ স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এস, আর, ও নং-২৮৮-আইন/২০০৭-মপবি-৪/১/২০০৭-বিধি) জারি করা হয়েছে ।

(৩) ৯ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালীন প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক স্পেশাল এ্যাস্টিট্যান্ট নিয়োগের বিষয়ে Rules of Business, 1996 এর Rule 3 এর পর Rule 3A (i), (ii) ও (iii) সন্নিবেশ করে প্রজ্ঞাপন (এস, আর, ও নং-০৪-আইন/২০০৮-মপবি-৪/১/২০০৭-বিধি) জারি করা হয়েছে।

(৪) ১৯ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালীন উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে এবং উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি বৈঠকে স্পেশাল এ্যাস্টিট্যান্টগণের অংশ গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে Rules of Business, 1996 এর Rule 21 সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (এস, আর, ও নং-১৭-আইন/২০০৮-মপবি-৪/১/২০০৭-বিধি) জারি করা হয়েছে ।

(৫) ৩১ মার্চ, ২০০৮ তারিখে এস, আর, ও নং-৮২-আইন/২০০৮-মপবি-৪/৪/২০০৮-বিধি এবং প্রজ্ঞাপন নং-মপবি-৪/৪/ ২০০৮-বিধি/৫২ এর মাধ্যমে Rules of Business, 1996 সংশোধন করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দু'টি বিভাগ সৃষ্টি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৬) দুর্নীতি দমন কমিশন(কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ ঃ

২০০৭-০৮ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক. জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি ঃ

(১) ০৪ জুলাই, ২০০৭ তারিখের মপবি-৩/১/২০০১-বিধি/৮৫ নং স্মারকের মাধ্যমে মাননীয় উপদেষ্টাগণের রাষ্ট্রীয়/সরকারি কাজে বিদেশে ও দেশের অভ্যন্তরে সফরকালীন সময়ে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছে।

(২) ০৫ জুলাই, ২০০৭ তারিখের মপবি-১/৭/৮৬-বিধি/৮৬ নং স্মারকের মাধ্যমে ১৪ আগস্ট, ২০০৫ তারিখের নং-মপবি-১/ ৭/৮৬-বিধি/৭১ নং স্মারকে জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সংশোধন করে নতুন নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছে।

(৩) প্রতিবেদনাধীন সময়ে দুর্নীতি বিরোধী কাজের অংশ হিসেবে ট্রুথ কমিশন গঠন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০০৮ ও সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ জারি, জটিল বিধি-বিধান সংস্কারে Regulatory Reforms Commission গঠন করা হয়েছে। সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

(৪) ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ)(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব আইয়ুব কাদরী স্বীয় পদ ত্যাগ করেন।

(৫) ০৮ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ)(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, জনাব তপন চৌধুরী, বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী এবং মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান(অবঃ) স্বীয় পদ ত্যাগ করেন।

(৬) ০৯ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ)(৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. এ এম এম শওকত আলী, জনাব এ এফ হাসান আরিফ, মেজর জেনারেল গোলাম কাদের(অবঃ), বেগম রাশেদা কে চৌধুরী এবং ড. হোসেন জিল্লুর রহমানকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেন। উক্ত ৫ জন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ও তাঁদের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৭) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা Rules of Business, 1996 এর rule 3A(i) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে এবং ২১ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে জনাব মাহবুব জামিল, রাজা দেবাশীষ রায়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম এ মালেক (অবঃ), অধ্যাপক ম. তামিম ও জনাব মানিক লাল সমদ্দারকে স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে নিয়োগদান করেন ।

(৮) ১০ জানুয়ারি, ২০০৮, ১৫ জানুয়ারি, ২০০৮ এবং ২১ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা Rules of Business, 1996-এর rule 3(iv) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলামকে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মেজর জেনারেল এম এ মতিন(অবঃ) কে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবালকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডঃ চৌধুরী সাজ্জাদুল করিমকে কৃষি মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ড. এ এম এম শওকত আলীকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, জনাব এ এফ হাসান আরিফকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, মেজর জেনারেল গোলাম কাদের(অবঃ)কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বেগম রাশেদা কে চৌধুরীকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ড. হোসেন জিল্লুর রহমানকে বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ/বন্টন করেন।

(৯) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখের নং মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৭/১৮ এবং ২১ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখের মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৭/ ২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক Rules of Business. 1996 এর rule 3A(ii) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা নবনিযুক্ত স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণের মধ্যে জনাব মাহবুব জামিলকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, রাজা দেবাশীষ রায়কে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম এ মালেক (অবঃ)কে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অধ্যাপক ম. তামিমকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ ও জনাব মানিক লাল সমদ্দারকে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ/বন্টন করেন ।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১০ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখের জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং মপবি(মন্ত্রিসেবা)/ ৬(৩)/২০০৭-১৩(১) এর অনুবৃত্তিক্রমে এবং ২৮ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং- মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৭-১৩(১) এর অনুবৃত্তিক্রমে এবং ২৮ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৭-৩২ এ মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণ তাঁদের বরাবরে বন্টনকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিষয়াদি নিষ্পন্ন করতে পারবেন মর্মে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা Rules of Business, 1996 এর rule 3A(ii) অনুসারে আদেশ করেন। গত ২৯ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৭-৩৫ নং প্রজ্ঞাপনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত বিষয়াদির অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় সম্পন্ন করতে পারবেন মর্মে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা Rules of Business, 1996 এর rule 3A(ii) অনুসারে আদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয় মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণ ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারবেন।

(১১) ০২ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে The National Archives Ordinance, 1983 এর 9(2)(d) ধারা মোতাবেক ২৫ বছর উত্তীর্ণ দলিল/রেকর্ড জাতীয় আর্কাইভসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসেবা শাখায় সংরক্ষিত ঐতিহাসিক দলিলাদি/রেকর্ড/কাগজ জাতীয় আর্কাইভসে স্থানান্তর করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এই সকল দলিল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টার হাতে তুলে দেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চলমান On the Job Training কর্মসূচীতে সম্প্রতি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য জাতীয় আর্কাইভস পরিদর্শন কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নথি ব্যবস্থাপনা ও ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন নথি/রেকর্ড সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(১২) ২০ মে, ২০০৮ তারিখের মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি/৮৩নং প্রজ্ঞাপন মূলে মিয়ানমারে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির কারণে নিহতদের স্মরণে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫/২১ মে, ২০০৮ তারিখ বুধবার বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ভবনসমূহ এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে মর্মে সরকারি সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে ।

(১৩) গত ১৩ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক Rules of Business, 1996 এর rule 3A(i) অনুসারে নিয়োগকৃত স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৭-১৩(১) এবং ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/ ২০০৭-৪১ এর অনুবৃত্তিক্রমে তাঁদের বরাবরে বন্টনকৃত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদনে নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন করতে পারবেন বলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা Rules of Business, 1996 এর rule 3A(ii) অনুসারে আদেশ প্রদান করেন ঃ

(ক) মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত সরকারি ক্রয় ও চুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারবেন এবং ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বের সরকারি ক্রয় ও চুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিতে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ অনুমোদন করবেন।

(খ) মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্টগণ ১০(দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত পরামর্শক সেবা (কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারবেন এবং পরামর্শক সেবা(কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস) সংক্রান্ত ১০(দশ)কোটি টাকার ঊর্ধ্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিতে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ অনুমোদন করবেন।

(১৪) গত ১২-৫-২০০৮ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা বেগম রাশেদা কে, চৌধূরীর ব্যক্তিগত চিকিৎসার (Post Operative Hand Surgery Consultation) জন্য ১৪-৫-২০০৮ থেকে ২৬-৫-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সিংগাপুর এবং যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময় মাননীয় উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৫) গত ০১-০৬-২০০৮ তারিখে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব ধারাক্রম পরিচালনা করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি নবনিযুক্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব এম. এম. রুহুল আমিনকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

(১৬) 'নিকার' এর ৯৫তম সভায় আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা/থানা মহিলা প্রশিক্ষক TI(Female) ৫১৭টি পদ সৃজন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সেবা পরিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারী সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে নতুন ৬৮৩(ছয়শত তিরাশি)টি সিনিয়র স্টাফ নার্স পদ সৃজন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের পদ সৃজন ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে।

(১৭) জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা অনুযায়ী ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ২০০৮ সালে ১টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রাইফেল্স ও ০৩(তিন) জন সুধী শহীদ ডক্টর মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা, শহীদ ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও অধ্যাপক রেহমান সোবহানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(১৮) বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত রাষ্ট্রীয়/জাতীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব/উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের যোগদানের জন্য ১৭০টি অনুমতি পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(১৯) তোষাখানা (মেইনটেনেন্স এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ১৯৭৪ অনুযায়ী ড. এম ফাওজুল কবির খান, সচিব বিদ্যুৎ বিভাগ ও জনাব এ বি এ আবদুল হক চৌধুরী, সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ০২-০৬-২০০৮ তারিখে প্রাপ্ত ২টি উপহার সামগ্রী বঙ্গভবনস্থ রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় জমা প্রদান করে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

(২০) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট/অ্যাপিলেট বিভাগ/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১/২ থেকে প্রাপ্ত রীট/আপীল/আদালত অবমাননা/প্রশাসনিক ইত্যাদি জাতীয় সর্বমোট ৮০টি মামলা প্রাথমিক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২১) বিভিন্ন সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পত্রের বরাতে ৩টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার যথাক্রমে United Nations Population Award-2008, Nominations for the 2008-2009 King Baudouian International Development Prize., United Nations Prizes in the Field of Human Rights-এর মনোনয়ন পত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে যথাসময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং ওয়েব সাইট মনোনয়ন প্রেরণ করার জন্য পত্রে অনুরোধ করা হয়েছে।

(২২) মৎস্য অধিদপ্তরের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা এবং সামুদ্রিক মৎস্য পরিদর্শকের পদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণ।

(২৩) 'নিকার' এর ৯৬ তম সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও পদ সৃজন এবংমহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক সিভিল আপীল ৭৯/১৯৯৯, তৎসহ কনটেম্পট পিটিশন নং-৭/২০০৪ এ বিগত ৭ মে, ২০০৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত জুডিসিয়াল/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীতে বিভিন্ন পর্যায়ে পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভূক্তিকরণ করা হয়েছে।

(২৪) 'নিকার' এর ৯৭ তম সভায় দিনাজপুর জেলায় একটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন ও জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাধীন নতুন স্থাপিত ১টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন সংক্রান্ত। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন উপজেলা পর্যায়ে ১৫৩টি ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রেক্ষিতে প্রতিটি হাসপাতালের জন্য বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত রাজস্বখাতে পদ সৃজন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন উপজেলা পর্যায়ে নতুন স্থাপিত ২৩টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন সংক্রান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

(২৫) 'নিকার' এর ৯৮তম সভায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক সিভিল আপীল ৭৯/১৯৯৯, তৎসহ কনটেম্পট পিটিশন নং-৭/২০০৪ এ বিগত ২৭-০৮-২০০৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং মহামান্য আপীল বিভাগের ১২-১২-২০০৭ তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জুডিশিয়াল/মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসীতে বিভিন্ন পর্যায়ে পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "এগ্রিকালচারাল সার্ভিসেস ইনোভেশন এন্ড রিফর্ম প্রকল্প (এএসআইআরপি)" শীর্ষক প্রকল্পের ৫১টি কারিগরী পদ রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়েছে।

(২৬) 'নিকার' এর ৯৯তম সভায় চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানাধীন কালীপুর রামদাস মুন্সিরহাট, বরগুনা জেলার সদর থানার বাবুগঞ্জ বাজার, পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার বৈঠাঘাটা বাজার, মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার ভদ্রাসন, শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার ভোজেশ্বরহাট এলাকায় একটি করে তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়া রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় জেলা ও দায়রা জজ এবং যুগ্ম জেলাজজ ও সহকারী দায়রা জজ আদালত স্থাপন প্রসঙ্গে।

(২৭) 'নিকার' এর ১০০তম সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১১টি ফায়ার স্টেশনের জন্য ১৯০টি পদ সৃজন এবং উক্ত অধিদপ্তরের আওতায় গাজীপুরের কালিয়াকৈর, জামালপুরের ইসলামপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী এবং কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ফায়ার স্টেশনের জন্য ৬৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

(২৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৫ বছরের উর্ধ্বের কিছু ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট এবং মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সার-সংক্ষেপ এবং কার্যবিবরণী ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ৫৪ খন্ড বই উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় আর্কাইভসে গত ০২-০৪-২০০৮ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(২৯) ২০০৭ সালের উপদেষ্টা পরিষদের সর্বমোট ৭৭টি বৈঠকের মূল কার্যবিবরণী, ডুপ্লিকেট কার্যবিবরণী, কার্যবিবরণীর অনুলিপি, বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি এবং সার-সংক্ষেপ সূচিপত্র তৈরি করতঃ ১০(দশ)টি পুস্তক বিজি প্রেস থেকে বাঁধাই করা হয়েছে।

(৩০) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে সরকারি সফরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনকালে প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪-০৭-২০০৭ তারিখ থেকে ১৯-০৭-২০০৭ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর সফর উপলক্ষে ;

(খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৩০-১০-২০০৭ তারিখ থেকে ০৮-১১-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে ;

(গ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ২২-০৯-২০০৭ তারিখ থেকে ৩০-০৯-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষে;

(ঘ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ১৪-১২-২০০৭ তারিখ থেকে ২৪-১২-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব সফর উপলক্ষে ;

(ঙ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ২২-০১-২০০৮ তারিখ থেকে ২৬-০১-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সুইজারল্যান্ড সফর উপলক্ষে ;

(চ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ১১-০৩-২০০৮ তারিখ থেকে ২০-০৩-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে।

(৩১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় Good Governance Program বাস্তবায়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে ০৬ ও ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ঢাকায় কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হয়।

(৩২) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে National Integrity Strategy(NIS) এর উপর অনুষ্ঠিত কর্মশালার সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৩৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Preparing the Good Governance Project এর সংশোধিত কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয় এবং সংশোধিত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জন্য National Integrity Strategy প্রণয়নের জন্য উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৩৪) ০৪টি সিটি কর্পোরেশন-রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটের ০৯টি পৌরসভা নওহাট-রাজশাহী, দুপচাচিয়া-বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা, শ্রীপুর-গাজীপুর, মানিকগঞ্জ-মানিকগঞ্জ,ফুলবাড়িয়া-ময়মনসিংহ, শরিয়তপুর-শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ-সিলেট ও সীতাকুন্ড-চট্টগ্রামে ০৪-০৮-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(৩৫) জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ এবং সাপ্তাহিক আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৩৬) 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' (নিকার) গঠন/পুনর্গঠন।

(৩৭) সারের মূল্য ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সমন্বয় সাধনের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পুনর্গঠন।

(৩৮) প্রকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা প্রকল্পে তিন বছর কর্মকাল শেষ হবার পূর্বে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের বদলীর বিষয় বিবেচনা করার নিমিত্তে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি।

(৩৯) দুর্নীতিসহ গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সংশিষ্ট সংস্থা/বিভাগসমূহকে কার্যকরী কাঠামোর আওতায় "জাতীয় সমন্বয় কমিটি" গঠন/পুনর্গঠন।

(৪০) জাতীয় মহিলা উন্নয়ন, জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল পরিষদ, বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচনে কমিটি পুনর্গঠন।

(৪১) জেলা বন্যা-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি কমিটি।

(৪২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১/১১১ নম্বর স্মারকে জারীকৃত রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে পদ সৃষ্টি, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে পদ স্থানান্তর, পদ সংরক্ষণ, পদ স্থায়ীকরণের নীতি ও পদ্ধতির বিষয়ে সংশোধনী সংক্রান্ত সরকারী আদেশ জারি।

(৪৩) বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন।

(৪৪) বুড়িগঙ্গাসহ শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নদ-নদীর নাব্যতা এবং নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত 'টাস্কফোর্স বাস্তবায়ন কমিটি' পুনর্গঠন।

(৪৫) জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন।

(৪৬) সরকারি দপ্তরে বিদ্যুৎ সাশ্রয় কার্যক্রমের অংশ হিসাবে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সচিবালয়ে এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য দপ্তরে বিদ্যুৎ ব্যবহারে অপচয় রোধ ও মিতব্যয়িতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তদারকি টিম গঠিত হয়েছে। কমিটির অব্যাহত তদারকি এবং প্রাধিকার বহির্ভূত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও অতিরিক্ত বাতি সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করার ফলে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মোট ১১,১৬,২৭৮ ইউনিট অর্থাৎ ২১.৯৬ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। কমিটির এ উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যে সারাদেশে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফলে সারাদেশে লোড শেডিং এর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

(৪৭) দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলার মঙ্গা কবলিত দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদে মঙ্গা হ্রাস করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে মঙ্গা দূরীভূত/উচ্ছেদ করার নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন।

(৪৮) শিল্পনীতি-২০০৫ এর ১৯.৮ অনুচ্ছেদের আলোকে 'সার্বিক দিক নির্দেশনা কমিটি' পুনর্গঠন।

(৪৯) 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ' (এনসিআইডি) পুনর্গঠন।

(৫০) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোসহ অর্গানোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে।

(৫১) মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক সিভিল আপীল নং-৭৯/১৯৯৯, তৎসহ কনটেম্পট পিটিশন নং-৭/২০০৪-এ ১২-০১২-২০০৭ তারিখের প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ।

(৫২) দুর্নীতি দমন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত নতুন ২৩টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের সম্মতি ও অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(৫৩) দুর্নীতি দমন কমিশনে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।

(৫৪) সশস্ত্র বাহিনী থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেষণে দুর্নীতি দমন কমিশনে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫৫) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কাজ।

(৫৬) প্রতিবেদনাধীন বছরে ৬৪টি জেলা হতে ১২,৮৬১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৫৭,৮৯২টি মামলা এবং ১৩,২৭,৪৭,৫০৩/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

(৫৭) বিশেষ পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং চাঞ্চল্যকর ও স্পর্শকাতর ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৫৮) সাইফার নূতন পদ্ধতিতে (বাংলা ও ইংরেজী) সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫৯) চট্টগ্রামের পাহাড় ধ্বস এর ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি ঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ০১ জন অতিরিক্ত সচিব, ০৪ জন যুগ্ম সচিব, ১৩ জন উপসচিব, ২০ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০১ জন সহকারী সচিব, ০১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ২৫ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ১৬ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তাসহ মোট ৮১ জন কর্মকর্তা ও ৪০ জন কর্মচারী ওয়েব এপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার, ফাইল সার্ভার, মেইল সার্ভার এবং এন্টি ভাইরাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(২) ০২ সেপ্টেম্বর ২০০৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখ এবং ২০ নভেম্বর ২০০৭ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৪ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ০৯ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা On the Job Training এ অংশগ্রহণ করেছেন।

(৩) ২২ জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ ২৭ এপ্রিল ২০০৮ থেকে ০৭ মে ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মোট ৩০ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী On the Job Training করেছেন।

(৪) প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৭ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫) প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের অভ্যন্তরে ০২টি সেমিনারে ০২জন কর্মকর্তা এবং ০৫টি ওয়ার্কশপে ০৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

(৬) প্রতিবেদনাধীন বছরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট ৭৭৭টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং পত্রগুলো যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি নূতন কার ক্রয় করা হয়েছে।

(৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বর্তমানে ইন্টারনেট ও LAN সুবিধাসহ ১০১টি কম্পিউটার রয়েছে।

--------- × ---------

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-৪৫৫৪ কম(সি)—১০০ বই, ২০০৮।